আজকের কাগজ

তারিখ ..25 OCT 1992 .. ..
পৃষ্ঠা··· ৬ ···কলাম··· ৫ ···

17

ফলোআপ

গাইবান্ধা সিদ্দিকিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষসহ ৩ শিক্ষক দুর্নীতির অভিযোগে বরখাস্ত

জান্নাতুল ফেরদৌস জুয়েল : গাইবান্ধা খানকাশরীফ সিদ্দিকিয়া দ্বিমুখী সিনিয়র মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মকবুল হোসেন, আরবী শিক্ষক ইসমাইল হোসেন ও শিক্ষক আব্দুল মোতালেবকে অর্থ আত্মসাত জাল সার্টিফিকেটে শিক্ষকতা ও দুর্নীতির অভিযোগে সাময়িকভাবে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।

উক্ত মাদ্রাসা কমিটির সভাপতি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আব্দুল আজিজ জানান, গত ১৭ অক্টোবর মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মকবুল হোসেনকে দুর্নীতি, অসততা ও অর্থআত্মসাতের অভিযোগে সাময়িকভাবে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে এবং প্রবীন শিক্ষক আবু সাঈদ ইজারত আলীকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া জাল সার্টিফিকেটে চাকরি লাভ, দুর্নীতি, অসদাচারণ ও অসততার অভিযোগে আরবী প্রভাষক ইসমাইল হোসেনকে এবং অর্থ আত্মসাত, দুর্নীতি ও অসততার অভিযোগে শিক্ষক আব্দুল মোতালেবকে সাময়িকভাবে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

শিক্ষকদের বরখাস্ত পত্রে উল্লেখ করা হয় যে অব্যাহত ছাত্র ধর্মঘট এবং আজকের কাগজসহ স্থানীয় অন্যান্য পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত দুর্নীতির খবর এবং অডিট রিপোর্টে দুর্নীতির সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় শিক্ষকদের বরখাস্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিগত ২৯ আগস্ট থেকে এ যাবৎ দুর্নীতিপরায়ন এ ৩ জন শিক্ষকের অপসারণের দাবিতে ছাত্ররা অব্যাহতভাবে ধর্মঘট শুরু করে। অবশেষে ১৭ অক্টোবর জেলা প্রশাসক মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে অনুরোধ জানালে ছাত্ররা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে। পরে জেলা প্রশাসক এ ব্যাপারে দুর্নীতি দমন বিভাগে মামলা করে এবং ৩ জন শিক্ষককে বরখাস্ত করে।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত জানা গেছে বরখাস্তকৃত উক্ত শিক্ষক ৩ জন তাদের বরখাস্তের চিঠি গ্রহণ করেনি। অপরদিকে অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্ররা অভিযোগ করেছে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ চাকরিচ্যুতির কথা জানতে পেরে দায়িত্ব হস্তান্তর না করে মাদ্রাসার বেশকিছু ফাইল, কাগজপত্র গায়েব করার উদ্দেশ্যে ১৯ অক্টোবর অফিস থেকে বাড়ি নিয়ে যেতে দেখেছে। এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ মহল উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।